অনাহূত অতিথি

অনাহূত অতিথি

ড. মুকিদ চৌধুরী

আদিত্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪৩০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রকাশক
কাকলি বেগম
আদিত্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯০৬৭৮৬০৪, ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

একমাত্র পরিবেশক
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২২২৬৬৩৭৯৯৬, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার

বানান সমন্বয়ক
প্রণব রায়

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১-ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা

Anahuto Atithi
A collection of poems
Dr Mukid Choudhury
Published by Kakoli Begum

Adittya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 90678604, 01919664970
e-mail : adittya.prokash@gmail.com

Only Distributor
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 02226637996, 01971664970, 01711664970

First Published : February 2024

Price : 300.00
US $ 10

ISBN 978 984 98480 3 5

ঘরে বসে আদিত্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/adittyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অনিন্দ্য

সূচি

তিনপুরুষ ১১ ॥ আলো-আঁধারি ১৪ ॥ কাগজের নৌকো ১৬ ॥ পথ ১৭
একাকিত্ব ১৯ ॥ অভিশাপ ২০ ॥ পঞ্চক ২১ ॥ কামচুম্বন ২২
বাড়ন্ত বিনুনি ২৩ ॥ যা বিহঙ্গ উড়ে যা ২৪ ॥ পরপুরুষ ২৫
গুপ্তকাম ২৬ ॥ সুপ্তমায়া ২৭ ॥ উন্মুক্ত ঊর্ধ্বে ২৮
তুমিই শুধু তুমি ২৯ ॥ হ্যারিকেনের ছায়া ৩০ ॥ ব্রজাহ্বান ৩১
দুর্বিষহ ৩২ ॥ কামমল্লিকা ৩৩ ॥ ঘুরে দাঁড়ানো ৩৪
প্রাক্‌প্রেমিকা ৩৫ ॥ পৌষপ্রভাত ৩৬ ॥ ত্রয়ীবাক্য ৩৭
ত্রিবলি ৩৮ ॥ কামশৃঙ্গার ৩৯ ॥ মহামশাল ৪০
মুক্তিলগ্ন ৪১ ॥ চিরায়ত সত্য ৪২ ॥ কার্তিক অমাবস্যা ৪৩
স্বদেশ ৪৪ ॥ চুক্তিমুক্তি ৪৫ ॥ পচন ৪৬
খঞ্জর ৪৭ ॥ দশমুখী ৪৮ ॥ শিরোনামহীন ৪৯
অসময়ের খাঁজে ৫১ ॥ অতৃপ্তি ৫২ ॥ ফাঁসি ৫৩
লক্ষ্মী সোনা ৫৪ ॥ স্তোত্র ৫৫ ॥ সূর্য সেন ৫৬
অন্যকিছু নয় ৫৭ ॥ দাঁড়াব কোথায় ৫৮ ॥ চুম্বন ৫৯
নির্বাসিত রাত্রি ৬১ ॥ সুপ্ত ঠোঁট ৬২ ॥ আধুনিকোত্তর ৬৩
শুঁয়াপোকা ৬৪ ॥ সর্বনাম ৬৫ ॥ ত্রিফলা ৬৬
জন্ম নেয় দ্রোহ ৬৭ ॥ নিশ্চল ৬৮ ॥ নির্ঝর লড়াই ৬৯
নিঃশব্দ ৭০ ॥ অনাহূত অতিথি ৭১ ॥ নষ্টমরু ৭২
উদ্দেশ্যহীন ৭৩ ॥ ভঙ্গুর প্রাণ ৭৪ ॥ পাতাবাহার ৭৫
থেমে যদি যায় ৭৬ ॥ জলছাপ ৭৭ ॥ মৃতখেলা ৭৯
আসঙ্গলোভী হৃদয় ৮০ ॥ মিথুনকল্প ৮১ ॥ কাসুন্দি ৮২
নেশাসূত্র ৮৩ ॥ পাপবিদ্ধ ৮৪ ॥ আলপনা ৮৫
লৌহকাষ্ঠ ৮৬ ॥ নিঃসঙ্গ বাসর ৮৭ ॥ অপরিমিতা ৮৮
সঙ্গমবেলা ৮৯ ॥ জিজ্ঞাসাচিহ্ন ৯০ ॥ বসন্তবাতাস ৯১
অপ্রাকৃতিক প্রকৃতি ৯২ ॥ উত্থান ৯৩ ॥ অষ্টনিথর ৯৬
সময় : এক ৯৭ ॥ সময় : দুই ৯৮ ॥ সময় : তিন ৯৯
রজনীগন্ধার গন্ধ ১০০ ॥ নূতন অনুভূতি ১০১ ॥ নিঃসঙ্গ অরণ্য ১০২
পাভাঙা তক্তপোশ ১০৩ ॥ সূর্যের বিভ্রান্তি ১০৪ ॥ তৈলশাস্ত্র ১০৫
ভুল ১০৬ ॥ মৃতে আবৃত ১০৭ ॥ চিত্রার্পিত চিত্র ১০৮
বালককিশোর ১০৯ ॥ কম্পন-বাঁধন ১১০ ॥ হুঁশিয়ার ১১১
অভিমান, অপমান ১১২ ॥ ঝড় ১১৩ ॥ ভাঙাদর্পণ ১১৪
সন্তাপ ১১৫ ॥ বধূ ১১৬ ॥ দোয়াত-কলম-কালি ১১৭
বিষমবিষ ১১৮ ॥ জোছনা ১১৯ ॥ তিক্ত সমাহার ১২০
স্বপ্ন ১২২ ॥ ঈদ ১২৩ ॥ যখন, যেখানে ১২৪

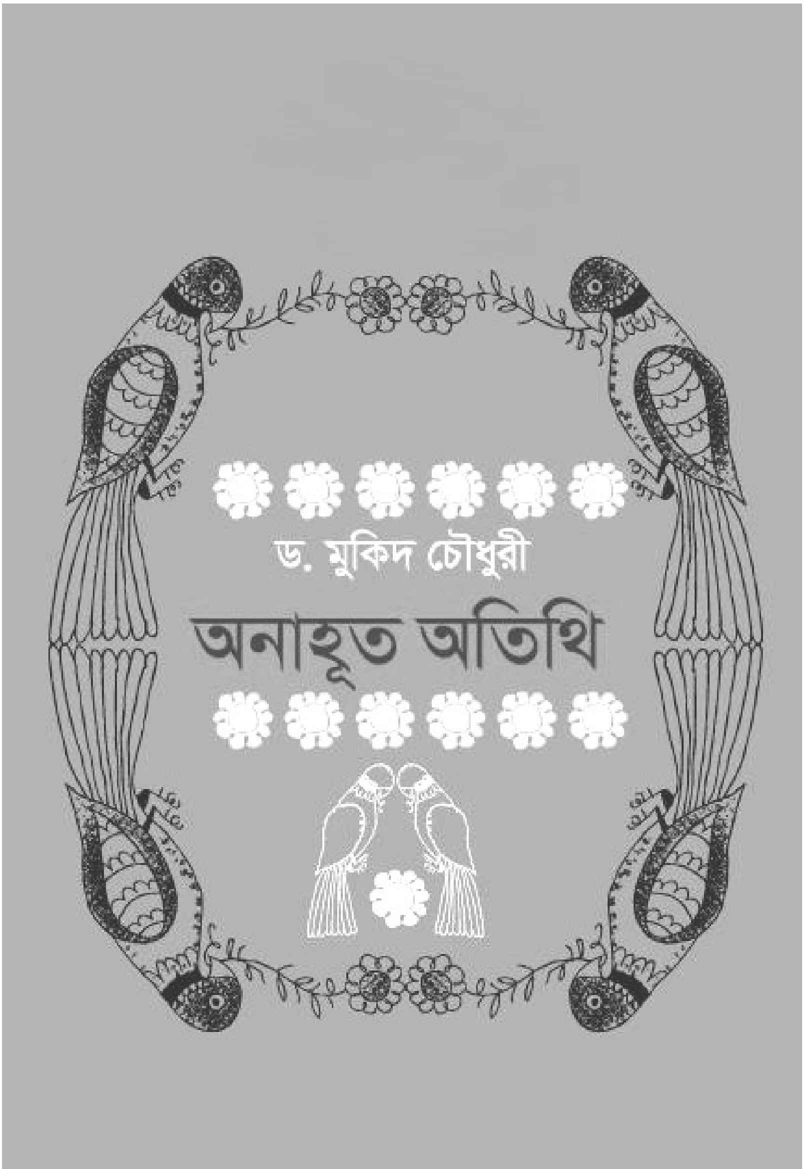
ড. মুকিদ চৌধুরী
অনাহূত অতিথি

তিনপুরুষ

তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যখানে দ্রুতবেগে
আমারই তিনপুরুষের ভাঙা দোয়াতছোঁয়া কলম
আপন মনে খেলা করে চলেছে নীরবে, শামুকের মতন
তখনই কানে ভেসে এল, জানালার নিচ থেকে
সুস্পষ্ট কোদাল চালানোর সৃষ্টিছাড়া শব্দ।

খাতার ভাঁজে কলম রেখে, চেয়ার ঠেলে
খড়খড়ি খুলে নিচের দিকে তাকাতেই দেখি—
আমারই পিতৃদেব সবলে মৃত্তিকার হৃৎপিণ্ডে
দুইপুরুষের নগ্ন জংধরা কোদালটি ধাবিয়ে চলেছেন
কেমন যেন এক ধ্বংসের ভয়ার্ত উন্মাদ
অনীশ্বরের পরমঘোষণা, ভয়ংকরী দুরন্তোৎসব
জীবনবল্লভে থেমে যাই একমুহূর্তে।

পিতৃদেবের কীসে এত ক্ষোভ? কীসে এত দ্রোহ?
আনন্দাবেগে করছেন মৃত্তিকায় যেন কার অন্বেষণ
কুম্ভকর্ণকে ছন্দোচ্চারণে বুক চিরে জাগ্রত করছেন
মহাপ্রলয় তার অঙ্গময়, অমৃতবার্তা তার আত্মাময়
একের পর এক আঘাতে চূর্ণ করছেন ভ্রান্ত অহংকার
শঙ্কায় ব্যথাতুর হয়ে ভেঙে পড়ছে শ্রান্ত প্রাচীর-কিনার।

কোনও-এক সকালে, নিষ্ফলপ্রয়াসে
গণ্ডিবন্ধ আমারই শ্রীমতী পিতামহী
এমন করেই খড়খড়ি খুলে দেখেছিলেন
পুকুরের স্থির একখানি চিত্র—
কেউ-বা ঝামাপাথর থেকে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে
কেউ-বা দেহ ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে
আবার কেউ-বা ধীরেস্থিরে জলে গামছা নিঙড়ে
সিঁড়ি ভাঙছে। আবার কেউ-বা কুঁচকা জলের ওপর
ভেজাকাপড় ছুড়ে দিয়ে মন্ত্রশ্লোক আওড়াচ্ছে—
তাড়াতাড়ি করো, ত্বরা করে ঘরে ফেরো।

আজ আমারই গণ্ডিবন্ধ শ্রীমতী পিতামহীর দেখা সেই চিত্রটি
অবলোকন করছি; ব্যতিক্রম শুধু এই-যে,
সুপারিগাছে বাবুই বাসাগুলো আর আপন মনে দোলে না
পুকুরের কলমিলতা আলগোছে আর সাঁতার কাটে না
কিন্তু আগের মতোই মা আমার কলসি বয়ে ঘরে ফেরে
সযত্নে পা ধাপে-অধাপে রেখে। তারই দৃষ্টির আড়ালে
আনমনে, শ্যাওলার ফাঁকে পাতিহাঁসের একটি ছানা
পথভুলে পিছলে পড়ে পাতিবাঁশের ডগায় ধাক্কা খায়।
এ দেখে লজ্জায় মরে লজ্জাবতী। কিন্তু আমার পিতৃদেব
আগের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে কোদাল চালাতে থাকেন মৃত্তিকায়
যেন দাদরা থেকে একেবারে ঝাঁপতালে, তারপর ধামারে।
সুপ্তির অতলে জাগ্রত হয় সমগ্র চেতনা
নীরব নির্বাক বুকে লাগে অচেনা মূর্ছনা
তনু ছেড়ে মন ঘুরে ফেরে দক্ষিণ বাতাসে
নিজেকে হারিয়ে নিসাড় ব্যাকুল আশ্বাসে।

শুনেছি, আমারই শ্রীমান পিতামহ কাঙালের মতো দুরন্ত কোদাল চালিয়ে গড়েছিলেন এই আভিজাত্যের বৈদিকবিশুদ্ধ সুশাসনের মৃত্তিকার প্রাচীর। সেই থেকে এখানে আমার শ্রীমতী পিতামহী গণ্ডিবদ্ধ হন। এই মৃত্তিকার প্রাচীর আজ ভীমাঘাতে জপতে থাকে চিরন্তন গায়ত্রীমন্ত্র; কিন্তু রক্ষা পাচ্ছে কোথায়!

পিতৃদেবের নয়নে দীপ্তি আকবর বাদশাহের মতন
রক্তমাংসে দুর্জয়, অজেয়, দুর্দম শক্তি অনুক্ষণ
চরম কামনার নিষ্ফল ব্যর্থতা আজ নিরুত্তাপ
শৃঙ্খলমুক্ত পূর্ণচিত্তে শুধুই নিবিড় তৃষাদীর্ণ প্রতাপ।

নারিকেল গাছের মাথার ওপর সূর্য নিষ্ঠুরনির্বোধ তেজে দীপ্যমান। হঠাৎ ধপাধপ শব্দে ডাব আত্মহত্যা করে মৃত্তিকায়। উঠোনে ছড়ানো বিন্নিধান ফেলে উড়ে যায় একজোড়া শালিক। বারান্দার পরাশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যায় চড়ুইপাখি দুটিও।

মায়ের মাথার ওপর সুবিশাল আকাশ—বুদ্ধং শরণং
গচ্ছামি। হাতে তার ডাবজলের বাটি—ধর্মং শরণং
গচ্ছামি। মা দৌড়ে যান পিতৃদেবের পাশে
শক্তির অপব্যয় নয়, বরং সংঘং শরণং গচ্ছামি
মায়ের কোমলরূপের ঝলকে পিতৃদেবের হিংস্র
ক্ষত্রিয়বজ্রকঠিন কোদালটি থেমে যায়।

বুদ্ধিভ্রম হয়ে পৌরুষধর্ম যাই ভুলে। পাঁজরের নিচে প্রতিধ্বনিত হয়—অহিংসা-পরম-ধর্ম। পরমুহূর্তে ভুল ভাঙে। পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত পিতৃদেবের বিদীর্ণ গর্জন, অজেয় উচ্চারণ, 'নির্বাসিত করেছি মৃত্তিকার বিভেদ। স্বর্গের সর্প আর নরকের কীট—এই প্রাচীরটি করেছি নিঃগোত্রীয়। তৃপ্ত আঘাতে অপূজ্যকে করেছি পূজ্য। ধুলোর সমুদ্রের আভিজাত্যের উপাসিকাকে করেছি দগ্ধবিদ্ধ। সব একাকার। এখন কলঙ্কশূন্য আমি। দেবপুত্র থেকে শূদ্রপুত্রে হলাম আসীন।'

আলো-আঁধারি

যামিনী না যেতে আলো-আঁধারি খেলা শুরু হয়—
নূতন আশা, নূতন নিরাশা
সবই ছায়া, সবই আবছায়া
নিকষ অন্ধকারের তীব্রতা কাটিয়ে ভোর হবে একটু পরেই
কিন্তু রাধিকার স্তনদ্বয়ের নিম্নতল কৃষ্ণের বড্ড সুখেরই।
স্বাদ না পেয়ে ভোর হলে মহাক্ষয়, বঞ্চিত হওয়ার ভয়
বিচলিত হয়ে ওঠে পরকীয়াপ্রেমিক কৃষ্ণের হৃদয়।

দীর্ঘাঙ্গী, আয়তনয়না রাধিকা। অসাধারণ তার বক্ষদেশ। সকল দূরত্ব আড়াল করে এই বক্ষদেশে বাঁকাঠোঁটে কামড় বসায় যদুনন্দন কৃষ্ণ। রাধিকা মনে মনে বলে, হৃদয়েশ্বরের কামড় ছাড়া বিফল আমার কোমলকলাবতী রূপযৌবন। কৃষ্ণের কামড়লিপ্সায় উন্মুখ রাধিকা; তার সরসসুন্দর জঙ্ঘাদেশে কৃষ্ণের হাত—অজানাকে জানা, না-পাওয়াকে পাওয়ার অনুসন্ধানে রত। কৃষ্ণ কানে কানে বলে, রাতিসুখসারেগতমভিসারে মদনমনোহরবেশ। সময় থেমে যায় ক্ষণিকের তরে, যেন ধীরসমীরে যমুনাতীরবনে বনমালী, অসীমের লীলা সমাপনের অপেক্ষায়।

আলো-আঁধারি খেলায় আলাদা বিস্তার, তবে অপথে
চাঁদের জাগরণ ঘটে না, এ যেন পূর্বঘোষিত অমানিশা
অকিঞ্চিৎ হৃৎপদ্ম হয়ে যায় অতনু, তীব্র গতিতে
কৃষ্ণ ভাঙে অছন্দের ভোগের সিঁড়ি; অতঃপর
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিচে শুয়ে থাকে রাধিকা
নির্মূলে নিঃশেষে ভেঙে গেল অতঃপর; তাবৎ চন্দ্রঘূর্ণিজলে
বৃক্ষ-লতা-পাতা-পশু-পাখি-পতঙ্গ-কীট-প্রকৃতির
নির্ভর ছোঁয়ায় কৃষ্ণকাম স্থির হয় রাধিকায়।

অন্ধকারের মুখোশ যখন কেড়ে নেয় সবকিছু
যখন মৃত মানুষের চিতায় চলে বৈরাগ্য, তখন
নিসর্গপ্রমত্তের জমকালো বিদ্যুতের হয় সৃষ্টি
আশ্চর্য মুহূর্তেই চন্দনকাঠের সৌন্দর্য ধরা দেয়
নধর-অধর ত্রিমূলের পুথিদলিল-দস্তাবেজে
বলদর্পী বেশ্যামূর্তির প্রতিমা হয় স্থির।

কেউই কিছু বলে না, বলবেও না কিছু কেউ; নপুংসকরাও কৃষ্ণের জয়ধ্বনি করে। অধর্ম, অসাধুতায় কীর্ণ হয় বসুন্ধরা। তুচ্ছ আর বিশাল যা-কিছু আছে সবই হয় রাধিকাশূন্য। রাধিকার স্তনদ্বয়ের নিম্নতলের স্বাদলব্ধ কৃষ্ণের মোহাহ্লাদকামাকাঙ্ক্ষার বীজ থেকে জন্ম নেয় জরা, মৃত্যু, ব্যাধি—ঘৃণার আক্রোশ আর অভিশাপ।

হঠাৎ জেগে ওঠে পৃথিবী—লাঙলের ফলায় আর কাস্তের ডগায়
উপেক্ষিত জমিতে একাকী চাষ হয় না আর
মাটি ও জল ভয়ে আশ্রয় নেয় নিঃসঙ্গ যিশুমন্দিরে।

আলো-আঁধারি রাত্রির কৃষ্ণমিলনের স্বাদ রাধিকার মনে লেপটে থাকে; শিবত্রিশূল কেঁপে ওঠে; কেঁপে ওঠে কৃষ্ণের দেহটিও, এখন তা নষ্ট কুমড়োফুল।

কৃষ্ণবিরোধী ধিক্কার ওঠে আকাশে বাতাসে
রুগ্ণ রাজনীতি আর কুরুক্ষেত্রের ঋণ তবুও
থেকে যায় অবিরল অশান্তির উদাহরণস্বরূপ।

মাছরাঙা ডানা ভাঙে অন্ধ হৃদয়ে
সাগরে ভাসে দেওয়ালের প্রতিবিম্ব
সূর্য জ্বলে যায় অপব্যয়ী কৃষ্ণমেঘে
আলো-আঁধারির সমাপ্তি হয় কিছুক্ষণ আগে।

কাগজের নৌকো

কাগজের নৌকো অবশ্য সৃষ্টি হয়—একে অপরের চিত্তভিত্তির ওপর
প্রশ্নবিদ্ধ সমস্যা একটি থেকে যায়—অজানা থেকে যায় একে অপর।

কারিগর হতে চাই স্তব্ধদিঘির অতল সুপ্তির, নয় কোনও প্রেমের। দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে সযত্নে গড়ি একটি কাগজের নৌকো, বাদল বরিষনে ভাসিয়ে দেওয়ার খেলাচ্ছলে। খুঁজে ফিরি জলের ভাঁজে প্রেমিকাকে, মুছে দিতে অবিশ্রান্ত চুম্বনে চুম্বনে চোখের কাজল, অন্ধকারের অন্তরালে। সে রয়ে যায় ধরার অধরা—তন্দ্রাতুর, নিভে যায় প্রচ্ছন্ন কামকাতর, জোছনা হয় বিধুরা।

কাগজের নৌকো ভাসাতে ইচ্ছে হয় না আর
একদিকে তুমি একমনে ঘুমে কাতর; অন্যদিকে
বিরহ আংরাখা কাঁপতে থাকে অকাতরে; ব্যথাতুর
ধুন্দুল হাত আমার এগিয়ে যায় তোমার নগ্নস্তনে।

পিপাসায় উন্মুখ তৃতীয়শ্রেণির যাত্রীর মতো তোমাকে
মোহসৌন্দর্যের অভিঘাতে আতশি কামধনু দেখায়।

তৃতীয় কণ্ঠে বেদনাবিধুর বিধ্বস্ত প্রেমতৃষ্ণিত না-বলা কথা হলো প্রকাশিত
নূতন দিগন্তের সন্ধানে তুমি এখন ছিন্নভিন্ন, দুর্ধর্ষ স্বপ্নমুখর মনে দ্বৈতাদ্বৈত।

নিরীহ অসহায় আর্তচিৎকারে প্রেমকে করলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দো-আঁশলা ধর্ষণ। চন্দ্রিমা হলো রাহুগ্রস্ত—অদর্শন। নারকীয় নরাঘাতে জরায়ুকে করলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে বিনাশ। প্রতিহিংসার বর্বরতায় আমাকে করলে অশ্রাব্য পিশাচ।

ধুন্দুল হাতটি তখন শতপুত্রহারা গান্ধারীর মতো ফিরে এল পূর্বস্থলে।